রাইফেল্‌স সপ্তাহ – ২০০৮

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

বিশেষ ক্রোড়পত্র

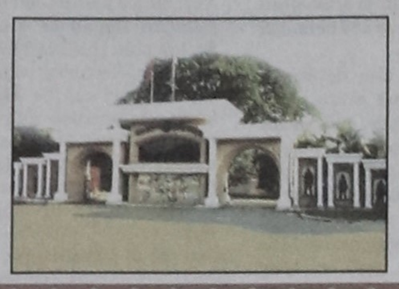

বিজয়ে কারিগর যাঁরা

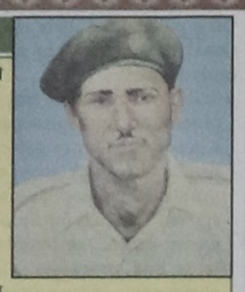

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

নম্বর	: ৯৪৫৯
জন্ম	: ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬।
জন্মস্থান	: নড়াইল জেলা।
গ্রাম	: মহেষখোলা।
মাতা	: জেন্নাতুন্নেছা
পিতা	: মোহাম্মদ আমানত শেখ
বিডিআরে যোগদান	: ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
মুক্তিযুদ্ধকালে কর্মস্থল	: ৮ নম্বর সেক্টর, যশোর
সর্বশেষ যুদ্ধস্থল	: গোয়ালহাটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের অনতিদূরে ছুটিপুর
মৃত্যু	: ০৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামের এক প্রান্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর যখন মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা শুরু হয় তখন নূর মোহাম্মদ শেখ গোয়ালহাটি গ্রামে স্থাপিত একটি ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। ০৫ সেপ্টেম্বর নূর মোহাম্মদ শেখ দুইজন সঙ্গী নিয়ে গোয়ালহাটি গ্রামের অনতিদূরে ছুটিপুর ঘাঁটি টহল দেয়ার সময় পাকবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। নূর মোহাম্মদ শেখ প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাঁর নেতৃত্বাধীন টহল দলটিকে রক্ষা করার জন্য। পাকবাহিনীর গুলিতে সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া গুরুতর আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ হাতে এলএমজি এবং কাঁধে গুরুতর আহত সঙ্গীকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিরাপদ জায়গায় যেতে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর দুই ইঞ্চি মর্টারের আঘাতে তাঁর হাটু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গীরা যেন প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পৌঁছুতে পারেন সেজন্য প্রচণ্ড আহত অবস্থায়ও নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি চালাতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর গ্রামে এই বীর যোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়।

নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের প্রাণের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স

লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত হলেও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত ঘটনা। পাকিস্তানী শাসকদের দীর্ঘকালের শোষণ ও বঞ্চনা এদেশের মানুষের বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বিক্ষোভের আগুন যা কালক্রমে মুক্তি সংগ্রামের পথ রচনা করে। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সাথে সাথেই অগ্নিঝরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এদেশের সৈনিক জনতা। শুরু হয় জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও সবচেয়ে গৌরবময় যুদ্ধ। স্বজন হারানো বেদনা ও সম্ভ্রম হারানোর গ্লানি যতই অসহনীয় হোক না কেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য এ যুদ্ধে বীরোচিত বিজয় সকল বেদনা ও গ্লানিকে ম্লান করে দিয়ে আমাদেরকে অনাবিল আনন্দ ও গর্বে উদ্ভাসিত করে তোলে।

এ মহান যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে এক অসামান্য অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখে বিজয়ের অন্যতম কারিগর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় বিডিআর তথা তৎকালীন ইপিআর বাহিনী। একটি আধা-সামরিক বাহিনী হয়ে সামান্য সংখ্যক প্রাচীন অস্ত্রকে সম্বল করে বাঙালি ইপিআর সৈনিকরা এ যুদ্ধে যে অগাধ দেশপ্রেম, বীরত্ব ও সুমহান আত্মত্যাগের ইতিহাস রচনা করেছে জাতি তা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

সেদিনের সেই কাল রাতে খুনী ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানোর পাশাপাশি আক্রমণ করে ঢাকার পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তর। প্রথম দিকে ইপিআরের বাঙালি সদস্যরা রণকৌশলগত কারণে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে জিঞ্জিরায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরে পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এক লাখ নিয়মিত সৈনিক এবং রাজাকার, আলবদর, আলশামস সমন্বয়ে গঠিত আরো প্রায় ৫০ হাজার হানাদার সৈনিকের বিরুদ্ধে ইপিআর এর ১২ হাজার বাঙালি সৈনিক ১১টি সেক্টরে ৯ মাস প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও সিলেটে বাঙালি ইপিআর ও পাক বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ইপিআর বাঙালি সৈনিকদের এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অধিকতর সংগঠিত করে প্রতিরোধ রচনা এবং রণাঙ্গনে লড়াই করার সাহসে উজ্জীবিত করে তোলে। দেশের প্রতিটি সেক্টর ও উইং হেডকোয়ার্টারের বাঙালি অফিসার, জেসিও এবং বিভিন্ন পদবীর সৈনিকরা পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, আত্মঘাতী আক্রমণ ও শত্রুঘাটি নিশ্চিহ্ন করার অসংখ্য দুর্ধর্ষ অপারেশন পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু'জন সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত হন। তাঁরা হলেন শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ। এছাড়া এ বাহিনীর আরো ০৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম ও ৭৭ জন বীরপ্রতিক খেতাব অর্জন করেন। এ যুদ্ধে এ বাহিনীর মোট ৮১৭ জন শহীদ হন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিডিআর (তৎকালীন ইপিআর) সৈনিকদের হিমালয় সদৃশ মনোবল, অতুলনীয় দেশপ্রেম ও চরম আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি তথা সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। দেশমাতৃকার সেবায় বিডিআর সৈনিকরা ভবিষ্যতেও থাকবে নিবেদিত প্রাণ, সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী– এটাই জাতির প্রত্যাশা। জাতির এ প্রত্যাশা পূরণে বিডিআর সদস্যরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অপারেশন ডাল ভাত

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, বাজার পরিস্থিতি তদারকী ও সুব্যবস্থাপনার অধীনে আনয়ন এবং সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশক্রমে বিগত ২০০৬ এর রমজান মাসে পরিচালিত অপারেশন ন্যায্যমূল্যের অভিজ্ঞতাকে পূজী করে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স মার্চ ২০০৭ সালে ঢাকা শহরে ২০টি বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে অপারেশন ডাল-ভাত কার্যক্রম সূচনা করে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান প্রেক্ষাপটে বিডিআর এর এহেন কার্যক্রম সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণ এফবিসিসিআই ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দাবীর মুখে সরকারী নির্দেশনায় মে ২০০৭ হতে ডাল-ভাত কর্মসূচী সারা দেশব্যাপী বিডিআর নিয়োজিত জেলা/উপজেলা সমূহে বিস্তৃত করা হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিডিআরের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ন্যায্যমূল্যের বিপণন কেন্দ্র খোলা হয়। বিগত মার্চ-এপ্রিল ২০০৭ মাসে সরকারী নির্দেশনায় দেশব্যাপী বিডিআর কর্তৃক ওএমএস চাল বিপণন কার্যক্রম চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৭ এবং বর্তমানে দেশব্যাপী চলমান ওএমএস চাল বিপণন কার্যক্রমে বিডিআর সরাসরি ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। বর্ধিষ্ণু দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষাপট ও ঢাকা শহরের ফুটপাত হতে উচ্ছেদকৃত হকারদের কথা বিবেচনা করে বিডিআর ঢাকার ২৫টি স্থানে উন্মুক্ত বাজার/হাট পরিচালনা করে আসছে, যা একদিকে যেমন জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে অপরদিকে উচ্ছেদকৃত হকারগণ খুঁজে পেয়েছে জীবিকা নির্বাহের সুনিয়ন্ত্রিত উপায়। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মহলের সাথে আলোচনা, মতবিনিময় সভা সহ তাদের বিরুদ্ধে জারীকৃত মামলা সংক্রান্ত সুপারিশ তথা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সরকারের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিডিআর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণসহ সুপারিশ প্রণয়ন করে আসছে। বিগত রমজান মাসে বিডিআর উপরোক্ত সকল কর্মসূচীর পরিধি বিস্তৃত করে দ্রব্য মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা আপামর জনসাধারণ সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এ সময়ে বিডিআর কর্তৃক সারাদেশে ২৮৩টি আউটলেটের মাধ্যমে সহনীয় মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিপণন করা হয়। রমজানের সময় উক্ত বিডিআর আউটলেট সমূহে প্রতিদিন গড়ে ২.৫০ কোটি টাকার বেশি পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে ২ লাখেরও বেশী ক্রেতা সমাগত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি এবং সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাস্তবতায় বিডিআরের ডাল-ভাত কর্মসূচী একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর কার্যক্রম

ভূমিকা

দুইশত বছরের অধিক পথ পরিক্রমায় বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বর্তমানে একটি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী দেশপ্রেমিক বাহিনী। আধাসামরিক এ বাহিনী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে সীমান্ত ভূমি ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং চোরাচালান দমন ও পাচারবিরোধী কার্যক্রমসহ সীমান্ত অপরাধসমূহ প্রতিরোধে কঠোর আত্মপ্রত্যয়, দেশপ্রেম, দক্ষতা ও উৎকর্ষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে আসছে নিরলসভাবে।

বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৪,১৫৬ কি মি এবং মায়ানমারের ২৭১ কি মি সহ মোট ৪,৪২৭ কি মি দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাই শুধু নয়, রাইফেল্‌স সদস্যরা দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে দমন করছে চোরাচালান। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সময়োপযোগী ও যথাযথ অবদান রেখে দেশ ও জাতির সার্বক্ষণিক সেবক হিসেবে আস্থা অর্জন করেছে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স।

পাকিস্তান আমলে আসালং যুদ্ধ কিংবা সাম্প্রতিককালের পদুয়া পুনরুদ্ধার ও বড়াইবাড়ি সংঘর্ষের মতো অসংখ্য অভিযানে এ বাহিনীর সদস্যদের হিমালয় সদৃশ মনোবল, সুগভীর দেশপ্রেম ও সুনিপুণ রণকৌশল বাহিনীর সকল সদস্যের জন্য অনন্য প্রেরণার উৎস।

বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সাফল্য ঃ ২১২ বছরের দৃঢ়প্রত্যয়ী ও সীমান্ত সংবেদী ঐতিহ্য গাথায় উজ্জ্বল বাংলাদেশ রাইফেল্‌স নিরলস ও সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সীমান্ত রক্ষা এ বাহিনীর মূল দায়িত্ব হলেও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্পিত দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করায় বাংলাদেশ রাইফেল্‌স আজ আস্থার প্রতীক। বিগত বছরের যৌথবাহিনী ও টাস্কফোর্স পরিচালনা কার্যক্রমে এ বাহিনীর আস্থা আরেকবার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য নিচে তুলে ধরা হলো।

সীমান্ত কার্যক্রম

চোরাচালান দমনে সাফল্য ঃ চোরাচালান বাংলাদেশের একটি ব্যাপক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। চোরাচালান কেবল দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠ বিকাশকেই বাধা দেয় না, এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোরও বিনাশ ঘটে এবং চাহিদা, যোগান ও উৎপাদনের আনুপাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। চোরাচালানকারীরা বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে নিত্যনতুন কৌশল গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যরা এসব বাধা অতিক্রম করে চোরাচালান প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। বিগত বছর কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চোরাচালান দমন তৎপরতা জোরদার করা হয়। ২০০৬ এবং ২০০৭ সালে ৭,৭৮,৭০,৪২২/- (সাতশত আটাত্তর কোটি সত্তর লক্ষ চারশত বাইশ) টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান সামগ্রী ও ৩,০৫১ জন চোরাকারবারীকে আটক এবং ৬০,০২৫টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়াও করিডোরের মাধ্যমে ১০,৭১,৭৮৯টি গবাদি পশু হতে ৫৩,৪৫,৩৮,০০০/- (তিপ্পান্ন কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা রাজস্ব আদায় করে।

নারী ও শিশু পাচার ঃ দারিদ্র, দুস্থ নারী ও শিশুদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন দেশে পাচার করা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদ্বেগজনক সমস্যা । ০১ জানুয়ারি ২০০৬ হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ পার্শ্ববর্তী দেশে পাচারকালে সীমান্ত এলাকা থেকে মোট ৪৬ জন নারী ও ২৮ জন শিশুকে উদ্ধার করে এবং ২৫ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করে ।

পুশ ইন প্রতিহত সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য ঃ বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'পুশ ইন' প্রচেষ্টা ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি স্থায়ী সমস্যা । ০১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি বিএসএফ মোট ০৪ বারে ৪০ জন বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশ ইন এর চেষ্টা চালায় যা বিডিআর দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। তাছাড়াও এ সময়ের মধ্যে বিএসএফ মোট ০৯ বারে ৯১ জন বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশ ইন করে এবং পরবর্তীতে পুশইনকৃত নাগরিকদেরকে বিডিআর টহল দল কর্তৃক ভারতের অভ্যন্তরে পুশ ব্যাক করা হয়।

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ঃ গত ০১ জানুয়ারি ২০০৭ হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যগণ পার্বত্য/সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ১৭১টি বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র ১৯,৯৯২ রাউন্ড গোলাবারুদ ও ২৬টি এন্টি প্যারসোনাল মাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড ০১টি, ৬০ মিঃ মিঃ মর্টার সেল ০৪টি, বোমা ২৩টি, ডেটোনেটর ২৬টি, বিস্ফোরক ১৫টি, ফিউজ ১৬টি এবং এ সকল ঘটনার সাথে জড়িত ৪০ জন (৩২ জন বাংলাদেশী, ০৭ জন ভারতীয় এবং ০১ জন মায়ানমার নাগরিক) আসামীকে আটক করতে সক্ষম হয়।

মাদকদ্রব্য আটক ঃ বাংলাদেশে অবৈধ পন্থায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ আমাদের যুব সমাজকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ সর্বনাশা ছোবল থেকে যুব সমাজ তথা জাতিকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যরা সীমান্তে মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশ রোধকল্পে সদা তৎপর রয়েছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌সের সদস্যগণ ফেনসিডিল ২,০৬,১৪০ বোতল, মদ ১৮,৫৯৭.৮৯৫ লিটার, গাজা ৭,৭১৯.৬৭৮ কেজি, হেরোইন ২২,৮১২ কেজি, বিয়ার ২,৯৭১ বোতল, চোলাই মদ ৬,২৯৭.৯৫০ লিটার, জাওয়া মদ ৪,৭৮৯.১৬০ লিটার, কোকেন ১,৯৮০ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট ৭৬০টি আটক করে ধ্বংস করে এবং ৬৬৬ জন মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয় এবং ৫৫৮টি মামলা দায়ের করা হয়।

আইন শৃঙ্খলায় নিয়োগ

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যে সৈনিক মোতায়েন ঃ বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর মুখ্য দায়িত্ব দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং চোরাচালন দমন করা হলেও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দায়িত্বে বিডিআর সদস্যগণ বেসামরিক প্রশাসনকে অত্যন্ত সফলভাবে সহায়তা করে আসছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তব্যে বিডিআর মোতায়েনের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে বিডিআর সৈনিক মোতায়েন ঃ অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জরুরী প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে ০১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি ২৩৬ প্লাটুন বিডিআর সৈনিক মোতায়েন করা হয়।

ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বাস টার্মিনাল এবং লঞ্চ ঘাট এলাকায় বিডিআর মোতায়েন ঃ

ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর বাস টার্মিনাল এবং সদর ঘাট লঞ্চ ঘাট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে গত ০১ জানুয়ারি ২০০৭ হতে ০৬ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৮ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

বিশ্ব এজতেমা উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ বিশ্ব এজতেমা-২০০৭ উপলক্ষে টংগী এলাকায় ৩১ জানুয়ারি ২০০৭ হতে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৮ প্লাটুন এবং টংগী রেল স্টেশন, বিমান বন্দর, কমলাপুর, তেজগাঁও রেল স্টেশনে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৮ প্লাটুন ও ঢাকা মহানগর এলাকায় (উত্তরা থানা) গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ২০ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত মোট ১৩ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার এলাকায় গত ২৬ মার্চ ২০০৭ তারিখে ১০ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে গত ১৪ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে ০৭ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

শব-ই-বরাত উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ শব-ই-বরাত উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় গত ২৯ আগস্ট ০৭ তারিখে ০৮ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

রমজান এবং ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে ১২ অক্টোবর ২০০৭ হতে ২১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৫ প্লাটুন এবং চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১০ অক্টোবর ২০০৭ হতে ১৪ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৩ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিডিআর মোতায়োন ঃ দুর্গা পূজা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া এবং পটিয়া এলাকায় ১৯ অক্টোবর ২০০৭ হতে ২২ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ২০ অক্টোবর ২০০৭ হতে ২১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ০৩ প্লাটুন বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

অপারেশন ডাল-ভাত উপলক্ষে বিডিআর মোতায়েন ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, বাজার পরিস্থিতি তদারকী ও সুব্যবস্থাপনার অধীনে আনয়ন এবং সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গত ১৫ মার্চ ২০০৭ তারিখ হতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ২০টি আউটলেটে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিডিআর কর্তৃক সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় হচ্ছে। এছাড়া ঢাকা শহরে ২৫টি উন্মুক্ত স্থানে মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খুচরা ব্যবসায়ী এবং উৎপাদনকারী কৃষকদের দ্বারা বিপণন কার্যক্রম চালু রয়েছে। একই সাথে সারাদেশে ৩০টি জেলা শহরে ৭১টি স্থানে বিডিআর কর্তৃক এবং ১৫টি জেলা শহরে ৫৪টি স্থানে বিডিআর এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অন্যান্য ব্যবসায়ী কর্তৃক সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়।

কালার প্যারেড

জানুয়ারি ২০০৬ ইং সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর ৯ ও ১০ দুইটি ব্যাটালিয়নকে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর কালার পতাকা প্রদান করা হয়। কালার প্রাপ্তি ইউনিটের জন্য বড় ধরনের এক সম্মান ও গৌরবের বিষয়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যাটালিয়নের দক্ষতা, পারদর্শিতার প্রতি আস্থা ও স্বীকৃতি স্বরূপ এ বিরল সম্মান প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

রাইফেল্‌স সৈনিকদের দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সেনাবাহিনীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি সারাবছরই কোনো না কোন বিভাগীয় প্রশিক্ষণে নিয়োজিত রাখা হয়। বিডিআর সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবান জেলার নিকটে রয়েছে রাইফেল্‌স ট্রেনিং সেন্টার এ্যান্ড স্কুল। এখানে রিক্রুট প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গ্রেডিং ও পদোন্নতিসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে বিভিন্ন পদবীর ৮,৫৬৩ জন পদোন্নতি কোর্সে ৪,০৩৩ জন গ্রেডিং কোর্সে এবং ৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী সেনাকোর্সে অংশ গ্রহণ করেছে। এ বছর ০২টি রিক্রুট ব্যাচে মোট ১,১২৪ জন রিক্রুটকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২০০৭ সালে বৈদেশিক কোর্সের অংশ হিসেবে ইউকে ও বেলিজ-এ ইন্টারন্যাশনাল জাঙ্গল পেট্রোল কোর্সে ২ জন অফিসার ও ৪ জন সৈনিক অংশগ্রহণ করেন। অভ্যন্তরীণ কোর্সের অংশ হিসেবে 'কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স প্লাটুন কোর্স' এ ৯০ জন সৈনিক অংশগ্রহণ করে। এক্সারসাইজ ব্যালেন্স বাফেলো-০৭ কোর্সে ১ জন অফিসার, ১ জন জেসিও, ১২ জন অন্যান্য পদবী এবং ২ জন রেঞ্জার কোর্স কোয়ালিফাইড সৈনিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ইউএস স্পেশাল ফোর্স এবং বিডিআর এর মধ্যে 'Para Mil Trg Ex 07-2' এ ২৭ জন ইউএস স্পেশাল ফোর্স সদস্যের সাথে বিডিআরের ২ জন অফিসার, ৮৮ জন কিউআর এফ, ২ জন রেঞ্জার ও ৩৮ জন জেসিও/এনসিও অংশগ্রহণ করেন।

সীমান্ত সম্মেলন

২০০৬-২০০৭ সালে বিডিআর এবং বিএসএফ এর মধ্যে ঢাকা, নয়াদিল্লী ও কলকাতায় মহাপরিচালক পর্যায়ে ০৩টি সম্মেলন এবং কলকাতা, সিলং, খুলনা ও সিলেটে উপ-মহাপরিচালক পর্যায়ে ০৪টি সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত সীমান্ত সম্মেলনে উভয় দেশের সীমান্ত সম্পর্কীয় সমস্যা যেমন সীমান্ত এলাকায় গুলিবর্ষণ, আহত, নিহত, অপহরণ, অনুপ্রবেশ, শূন্য রেখার মধ্যে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ সংস্কার বা মেরামত, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং যে কোনো মূল্যে সীমান্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে উভয়পক্ষ ঐক্যমতে পৌঁছে।

চিকিৎসা সেবা

সেবাই মানুষের ধর্ম। এ মূলমন্ত্রে বলিয়ান হয়ে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কর্তৃপক্ষ ২০০৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিডিআর হাসপাতালকে ২০